Indraindrajal.blogspot.in

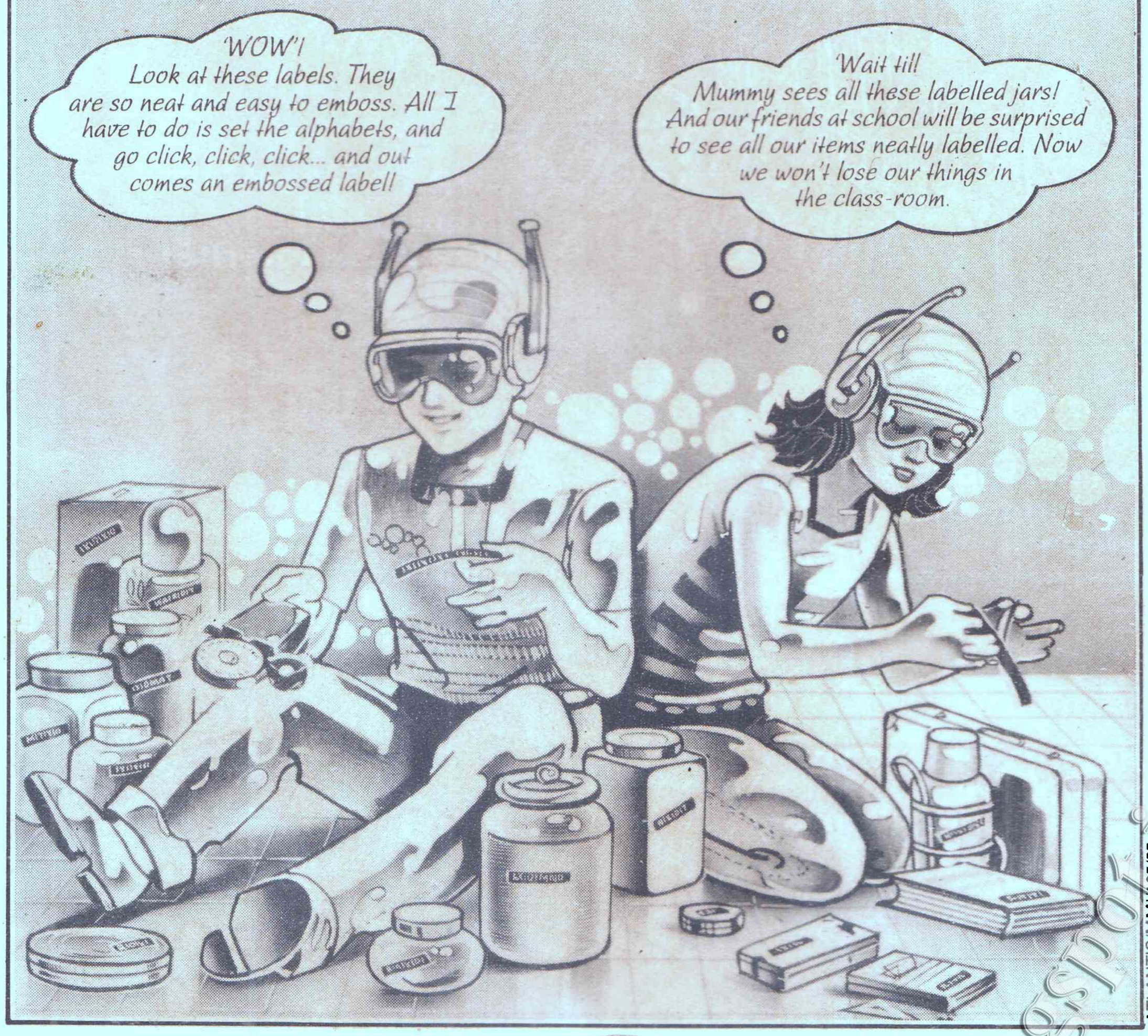

FREE SUPERSTAR POSTER ON PURCHASE OF THE GUN. OFFER VALID TILL STOCKS LAST.

LETRO® Superstar

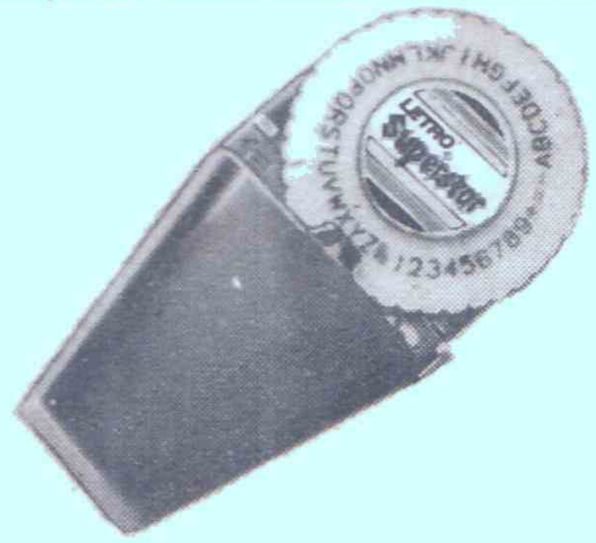

EMBOSSING GUN

(Takes 6 mm/1/4" Letro self-adhesive embossing tape.)

FREE EMBOSSED TAPE OF YOUR NAME

Send us a self addressed envelope affixed with a 50 p. stamp for a free embossed sample tape of your name. (Write your name in clear block letters).

M.M. INDUSTRIES
Hampton Court, N. Parekh Marg,
Opp. Colaba P.O., Bombay-400 005.
Phone: 4950103/4950752
Telex: 011 5288 PIC IN. GRAMS: PRESTOSIGN

AVAILABLE AT ALL LEADING STATIONERS AND TOY SHOPS

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

কলকাতার এক প্রসিদ্ধ আইনজীবী পরিবারে ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কুড়ি বছর বয়সে স্নাতক হন কৃতিত্বের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অতএব এ স্বাভাবিক যে তাঁর পিতা চাইবেন তিনি আই. সি. এস অফিসার হোন।

সেজন্য ১৮৯০ সালে চিত্তরঞ্জন পৌঁছলেন লন্ডনে।

... এবং আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

১৮৯২ সালের একদিন—

দাশ, সর্বশেষ সংবাদ জানো? লিবারেল পার্টি পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাদাভাই নৌরজীকে একজন প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

বাঃ! ভাল খবর।

জয় তাঁর কে রোখে? ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের হয়ে কথা বলার মতো লোক পাওয়া যাবে।

নির্বাচনী প্রচারে চিত্তরঞ্জন বলিষ্ঠ ভূমিকা নিলেন। ঐ সময় লর্ড সেলিসবরী নামে জনৈক মন্ত্রী দাদাভাইকে 'ঐ কালা আদমী' বলে অভিহিত করেন।

লিবারেল পার্টির এক সভায় চিত্তরঞ্জন এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এ কথা মানি বিরোধীপক্ষের নীতির সমালোচনা করার অধিকার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে, কিন্তু সেই দলভুক্ত বিশেষ ব্যক্তির—

প্রকৃতপক্ষে সেলিসবরী যাঁকে 'কালা আদমী' বলেছেন, তিনি সেলিসবরীর চেয়ে বনেজ্জ্বল

এবং নৌরজী মানুষ হিসেবেও বড়।

ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই নৌরজী ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরনে জনপ্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সামান্য ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে তাঁর হার হল।

BNG

এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য চিত্তরঞ্জনের আই.সি.এস. পরীক্ষা ভাল হল না।
সিভিল সার্ভিস আমাকে চায় না। বাবা ভীষণ নিরাশ হবেন।
কিন্তু তাঁর বাবা যদি নিরাশ হতেন, এভাবে চিঠি লিখতেন না তাঁর কাছে।
... কিছু মনে কোরো না চিত্ত। ভেঙে প'ড়ো না। আইন পড়ো। আইনজীবী পরিবারে না তুমি জন্মেছ!
বাবার উপদেশ শিরোধার্য করে চিত্তরঞ্জন আইন পড়তে শুরু করলেন। ১৮৯৩ সালে ভারতে ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে।
বাড়ি পৌঁছুতেই —
তোমাকে ফিরে পেয়ে ভাল লাগছে।
কিন্তু বাবা, আপনাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।
দেনাই আপনাকে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব করেছে।
আর জ্বালাতে পারবে না ওরা। এখন তুমি এসে গেছ। সব কিছু দেখাশোনা করবে।

কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জন। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে। মক্কেলের আশায় দিন গুনেছেন।

তখনকার দিনে অ্যাডভোকেটদের নিজেদের গাড়ি থাকত। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের গাড়ি কেনার পয়সা কই?

আমাকে এসপ্ল্যানেডের একটা টিকিট দিন।

সচরাচর কোর্টে যেতেন তিনি পায়ে হেঁটে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা—

আপনাকে একটা লিফ্‌ট দিতে পারি?

ধন্যবাদ! প্রয়োজন হবে না। হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

যাই হোক ধীরেধীরে তাঁর পসার হল

বাবু আমাদের মোকদ্দমাটা আপনাকে নিতে হবে।

আগে তো সবটা শুনি।

BNG

১৮৯৬ সালে সংসারের বাজে খরচ বেড়ে গেল অস্বাভাবিক হারে।
ঋণের হাত থেকে রেহাই আর পেলাম না। আর এখন –
কী বাবা?
আমি একজন লোকের তিরিশ হাজার টাকার জামিন হয়েছিলাম। লোকটা বেপাত্তা। পাওনাদাররা আমাকে ছাড়বেনা। শান্তিতে আর থাকা হল না।
একটা মাত্র উপায় দেখছি রেহাই পাবার।
আমরা যুক্তভাবে দেউলিয়া স্বীকৃত হবার আবেদন করব।
না-না, তা নয়।
মান-সম্মানের কথা তো ভাবতে হবে। লোকে আমাদের এড়িয়ে চলবে। তোমার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
বাবা, যদি আমার মক্কেলরা বুঝে থাকে ব্যারিস্টার হিসেবে আমি যোগ্য, তাহলে আমার কাছে তারা আসবেই।
বাবা অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দিলেন।
দরখাস্ত দাখিল করা হল। আবেদন গ্রাহ্য করা হল এবং দেউলিয়া ঘোষিত হলেন তাঁরা।
আদালতে আমাদের সম্পত্তি নীলাম হয়ে যাবার পর বাবার পাওনাদাররা যা পাবেন তাতে তাঁদের খুশি হবার কথা নয়। আমাকে কঠিন শ্রম করতে হবে। একদিন তাঁদের ক্ষতিপূরণ করবই করব।

BNG

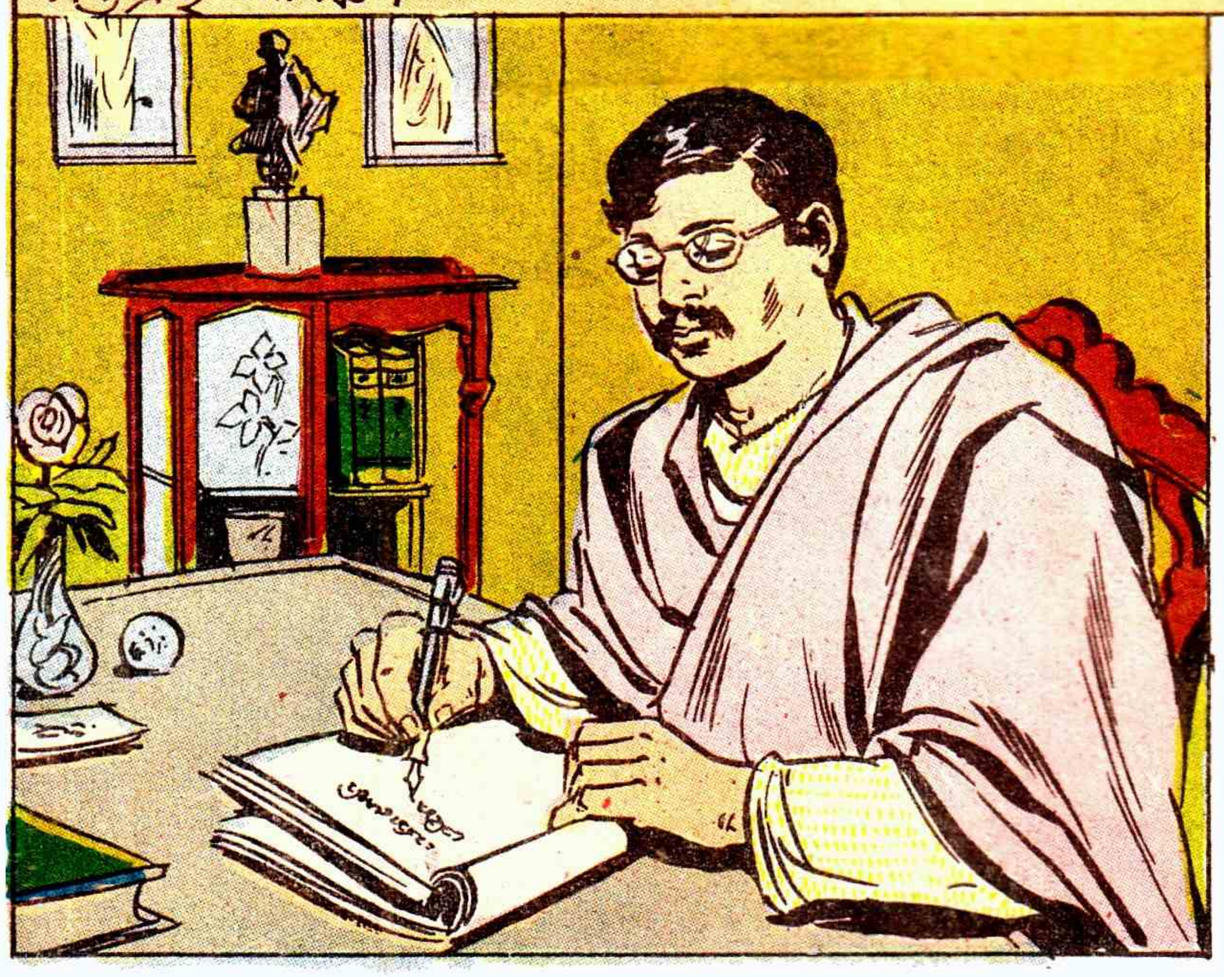

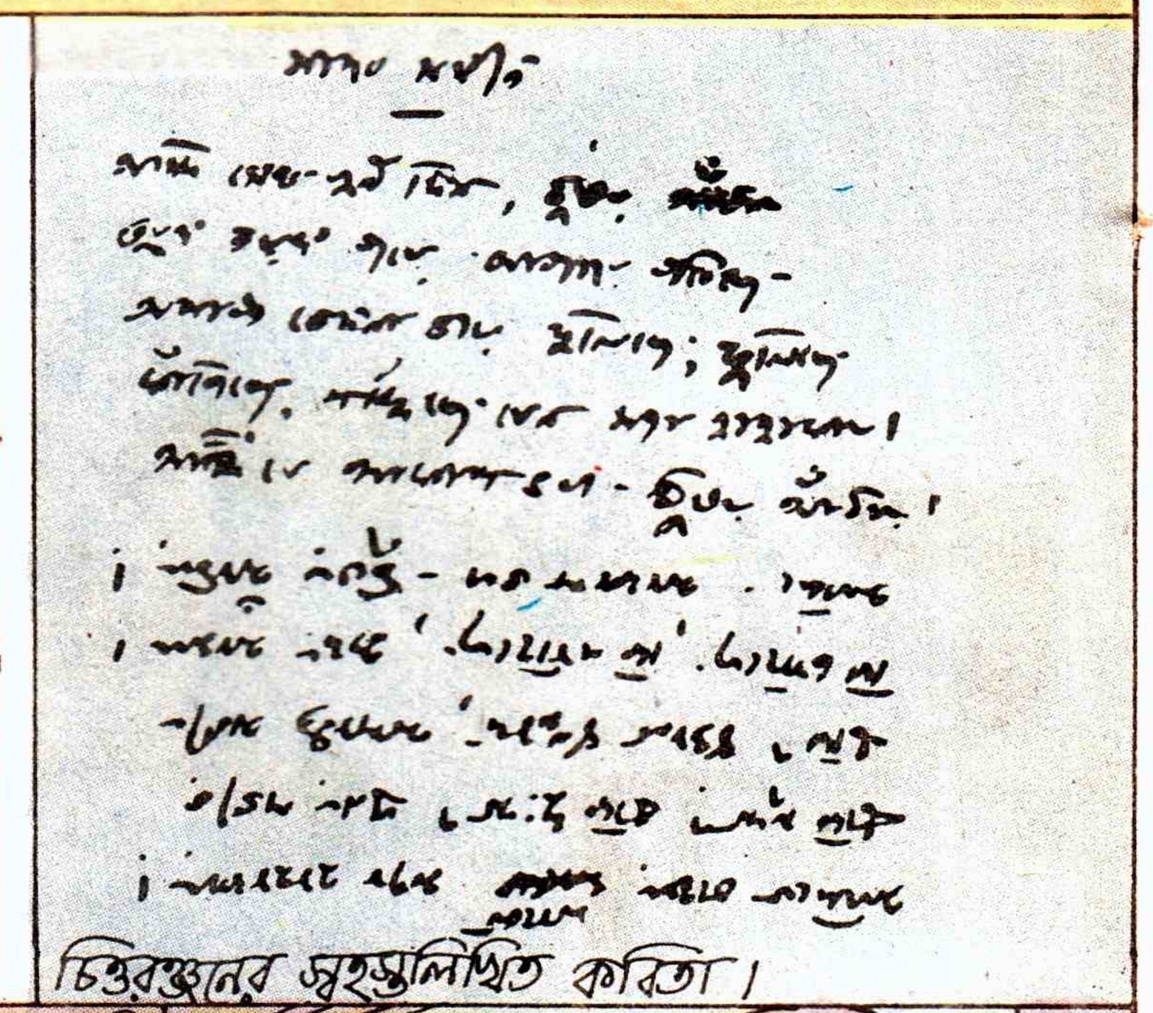

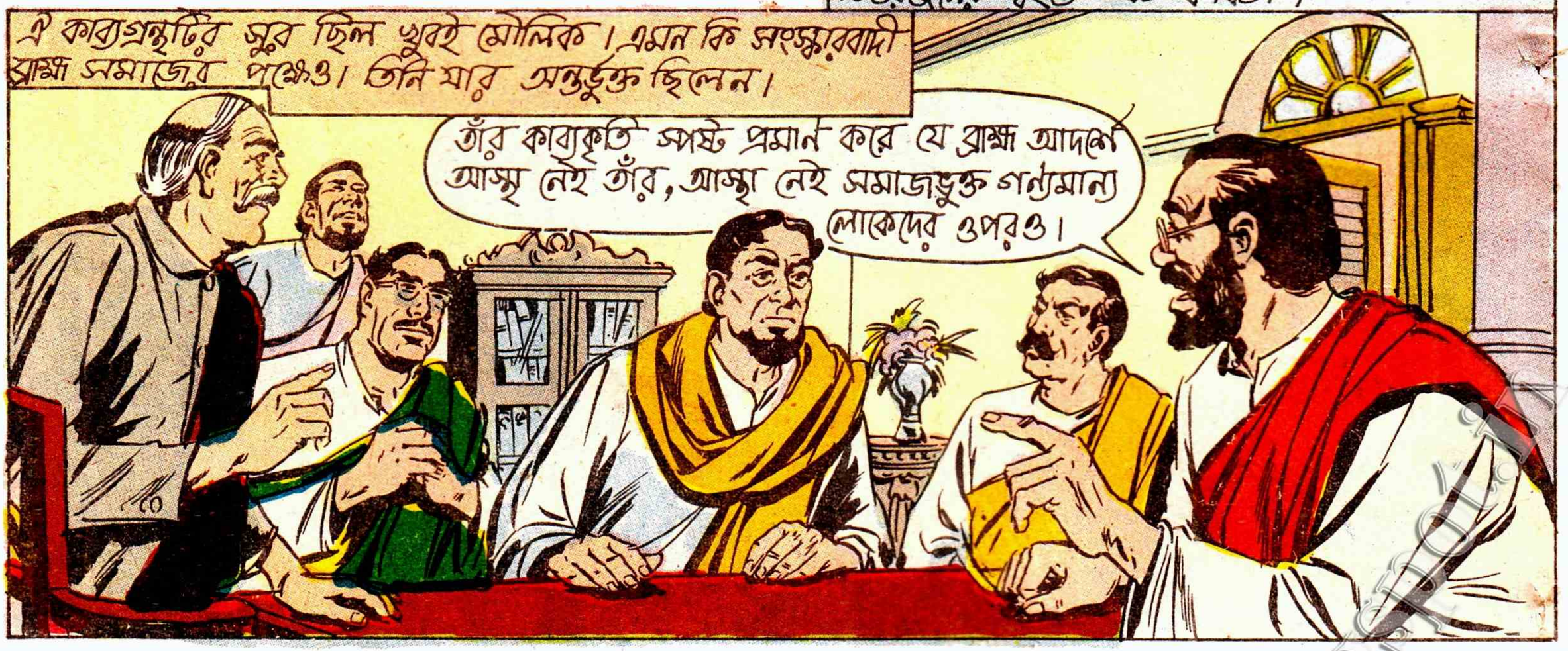

এতসব চাপের মধ্যেও চিত্তরঞ্জন কবিতা রচনার সময় করে নিতেন। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ মালঞ্চ।
চিত্তরঞ্জনের স্বহস্তলিখিত কবিতা।
এ কাব্যগ্রন্থটির সুর ছিল খুবই মৌলিক। এমন কি সংস্কারবাদী ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষেও। তিনি যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
তাঁর কাব্যকৃতি স্পষ্ট প্রমান করে যে ব্রাহ্ম আদর্শে আস্থা নেই তাঁর, আস্থা নেই সমাজভুক্ত গন্যমান্য লোকেদের ওপরও।
এই সময় চিত্তরঞ্জনের বিয়ের ঠিকঠাক হয়। তাঁর সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর বিবাহানুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনও ছাড়ার পাত্র নন। তিনি তাঁদের সিদ্ধান্তে ফাটল ধরান।
এইজন্যেই আমি বলি — আমরা ব্রাহ্মরা নিজেদের সংস্কারক মনে করি, কিন্তু সামান্য সমালোচনতেই আমাদের মন বিচলিত হয়ে পড়ে।
জয় হল চিত্তরঞ্জনের। ব্রাহ্মরীতি অনুসারে বাসন্তী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হল তাঁর আচার্যদের উপস্থিতিতেই।

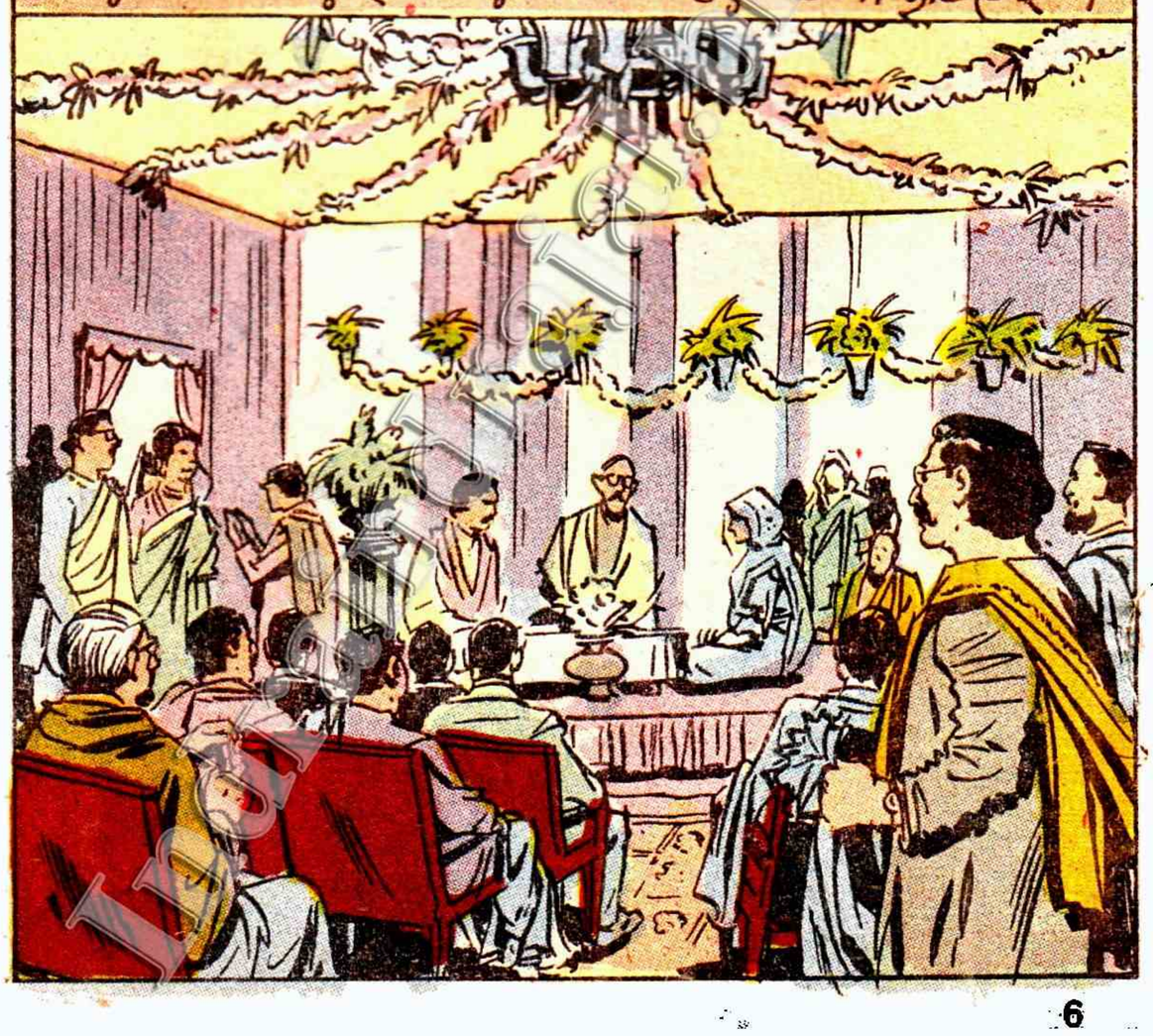

১৯০৫ সালে ইংরেজরা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করল। ভীষন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল লোকেদের মধ্যে।

সরকার শক্ত হাতে মোকাবিলা করলেন এর।

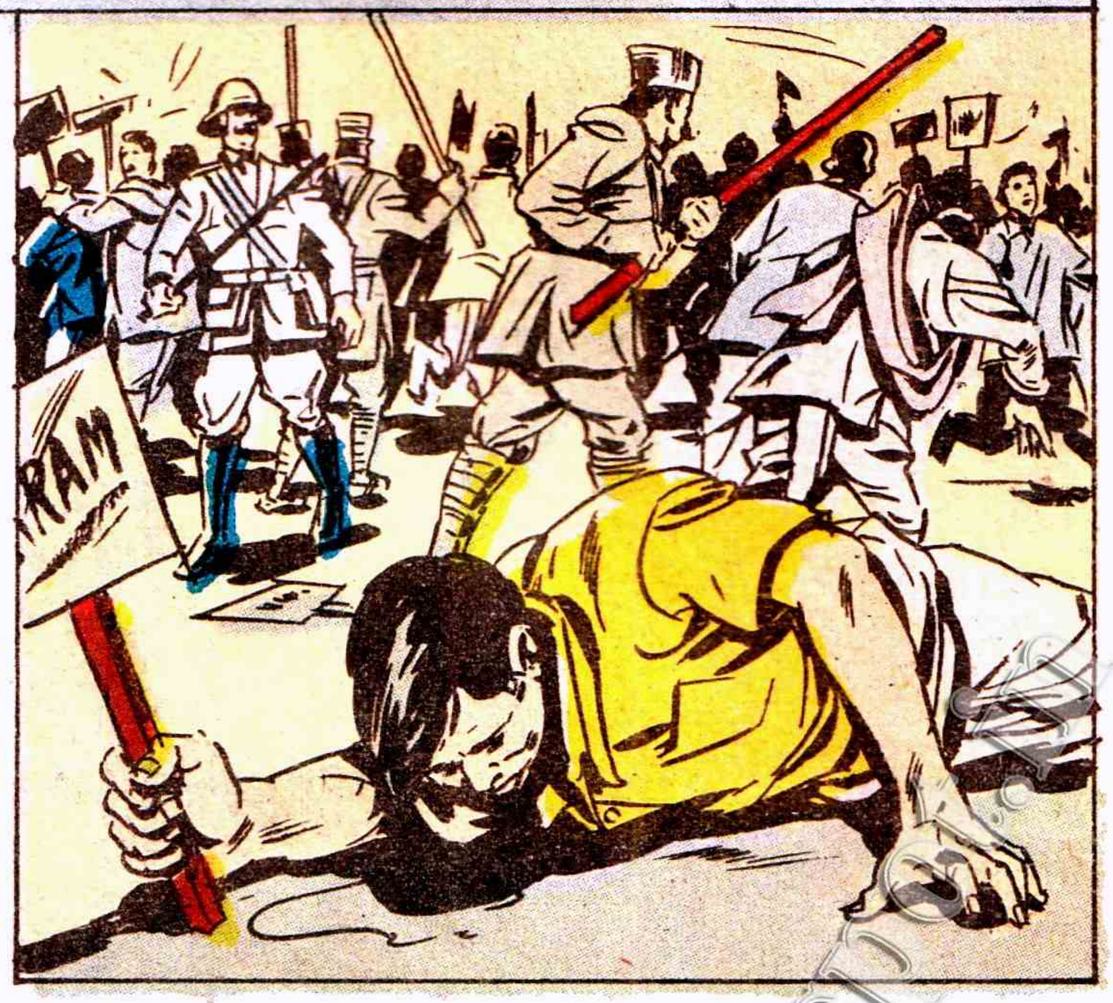

কতিপয় যুবক ব্রিটিশ সরকারকে পরাস্ত করতে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা নেতৃত্বের জন্যে অরবিন্দের দিকে ফিরলেন।

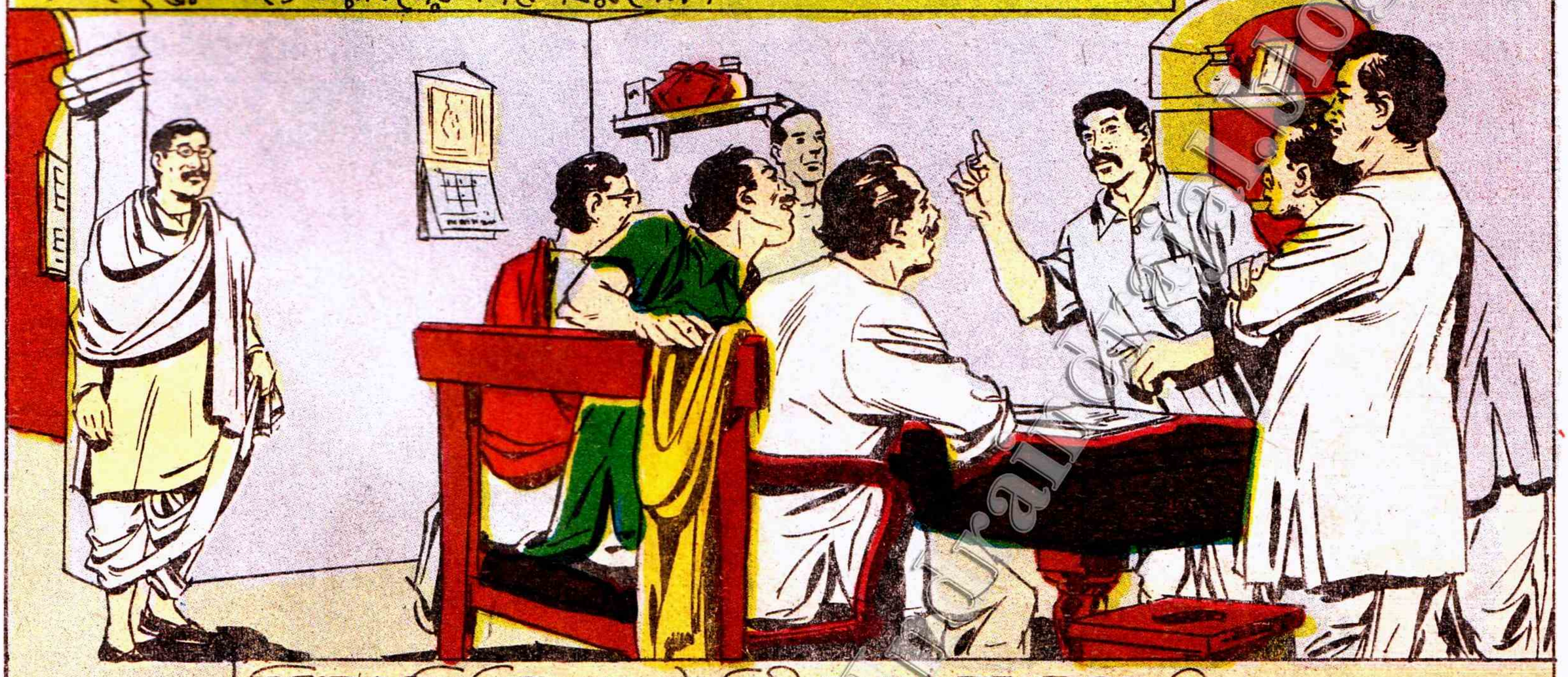

চিত্তরঞ্জন কিছুদিনের জন্যে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত করলেন নিজেকে।

BNG

কিন্তু কার্যত তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন নিজ পেশায় মনোনিবেশ করার জন্যে। চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ছে। রোজগারও হচ্ছে। কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী উভয় মামলাতেই তিনি সমান দক্ষ। জেরাও তেমনি।

এদিকে সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য কয়েক ধাপ এগিয়েছেন। একদিন—

দাশ! আলীপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেছে।

কী!

ঘোষকেও গ্রেপ্তার করল! তাঁকে রক্ষা করার উপায়!

সে তো অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার!

শোনামাত্র চিত্তরঞ্জন কেসটি হাতে নিলেন। যদিও এই কেস হাতে নেওয়ার মানে তাঁর উপার্জনে ছেদ পড়া ও পরিবারের জন্য ঋণগ্রস্ত হওয়া, দমলেন না তিনি, আইনের বই ঘাঁটতে লাগলেন। বিচার শুরু হল ১৯০৮ সালে

Indrajal Comics

কয়েক মাস ধরে বিচার চলল। জুরিদের প্রতি তাঁর বক্তব্য শেষ হতে লাগল ন'দিন। এই ন'দিনে যা তিনি বলেছেন সবই উত্তম পুরুষে – অরবিন্দের ভূমিকায়।

আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমার বিবেক আমাকে এই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। স্বাধীনতার পূজারী হওয়া যদি অপরাধের হয় তাহলে অপরাধী। এই অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোনো পথ নেই।

ধর্মাবতার উনি দেশের আইনের বিরোধিতা করছেন।

সমগ্র ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা এক পাশবিক শক্তির ওপর ভর করে আছে। কোনো নৈতিকতা নেই।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন—

আমার বক্তব্য, তিনি আজ শুধু এই বিচারসভায় দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন এক ঐতিহাসিক বিচারমঞ্চে। এই বিচারসভা শেষ হয়ে গেলেও তিনি মানবিকতার প্রেমিকরূপে চিহ্নিত হবেন।

মন্ত্রমুগ্ধ জুরি রায় দিলেন। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন মে,১৯০৯ এ

এই মামলায় চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, তিনি চিহ্নিত হলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও তন্নিষ্ঠ দেশপ্রেমী রূপে।

পূর্ববর্তী মাসগুলির নিঃস্বার্থ শ্রম তাঁকে খ্যাতির ঊর্ধ্ব শিখরে তুলে দিল। রোজগার বাড়তে লাগল হু হু করে। এখন তাঁর নিজের গাড়ি আছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
কয়েক বছর পূর্বের প্রতিজ্ঞা পূরনের সময় হয়েছে এখন।
দয়া করে আমার বাবার পাওনাদারদের ও তাঁদের পাওনার একটা তালিকা তৈরি করুন।
কিন্তু চিত্ত, তোমার বাবা ও তুমি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষনা করেছ। আইনত ঋন শোধ করার দায় আর তোমাদের নেই।
আইনত নেই ঠিকই, কিন্তু ন্যায়ত আমার বাবার প্রয়োজনে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন।
কয়েকদিন বাদে লোকটি ফিরে এল।
কথামতো কাজ করেছি। কয়েকজন পাওনাদারকে তোমার কথা বলেছি। তাঁরা রাজী হয়েছেন দাবী বিবেচনা করতে।

BNG

কিন্তু আমি আপনাকে তো তা করতে বলিনি। আমি আমার বাবার দেনা কড়ায়-গণ্ডায় সুদসমেত মিটিয়ে দিতে চাই।
যাঁর পাওয়ার আশা ছিল ক্ষীণ তিনিও বাদ গেলেন না। তিনি চিত্তরঞ্জনের বাল্যবন্ধু এস. আর. মল্লিক। তাঁর বাবা একবার চিত্তরঞ্জনের বাবার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন।
এ কী!
চিত্ত নিয়মমাফিক পুরনো ঋণ শোধ করছে।
টাকা ফেরত দিয়ে আমার বাবা ওর বাবাকে ধার দিয়েছিলেন। আমি কি এরকম করতে পারি না! অবাক কাণ্ড —
দেশের প্রতি ও দেশের জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল চিত্তরঞ্জনের। অর্থ সম্মান সবার চেয়ে দেশকে তিনি বড় মনে করতেন।
দুঃখিত, আপনার মামলার ভার নিতে পারছি না। আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করতে।
কিন্তু স্যার, আমরা আপনার ওপর ভরসা করে আছি। ২৫ হাজার টাকা অগ্রিম দিচ্ছি।
অতএব আপনারা অনেক ভাল ব্যারিস্টার পাবেন। আমার কপর্দক-শূন্য মক্কেলরা পাবে না। ওদের কাছে যেতেই হবে। দুঃখিত, ভদ্রমহোদয়গণ।
তিনি যে কেবলমাত্র দেশপ্রেমিকদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন তা নয়, তাঁদের মামলা চলা কালীন তাঁর পকেট থেকেও টাকাকড়ি যেত।
BNG

নিঃস্ব-দরিদ্রদের তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। এক্ষেত্রে গোপনতা ছিল তাঁর পছন্দ। একদিন সকালে কোর্টে বেরোবার মুখে দেখলেন গেটে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে।

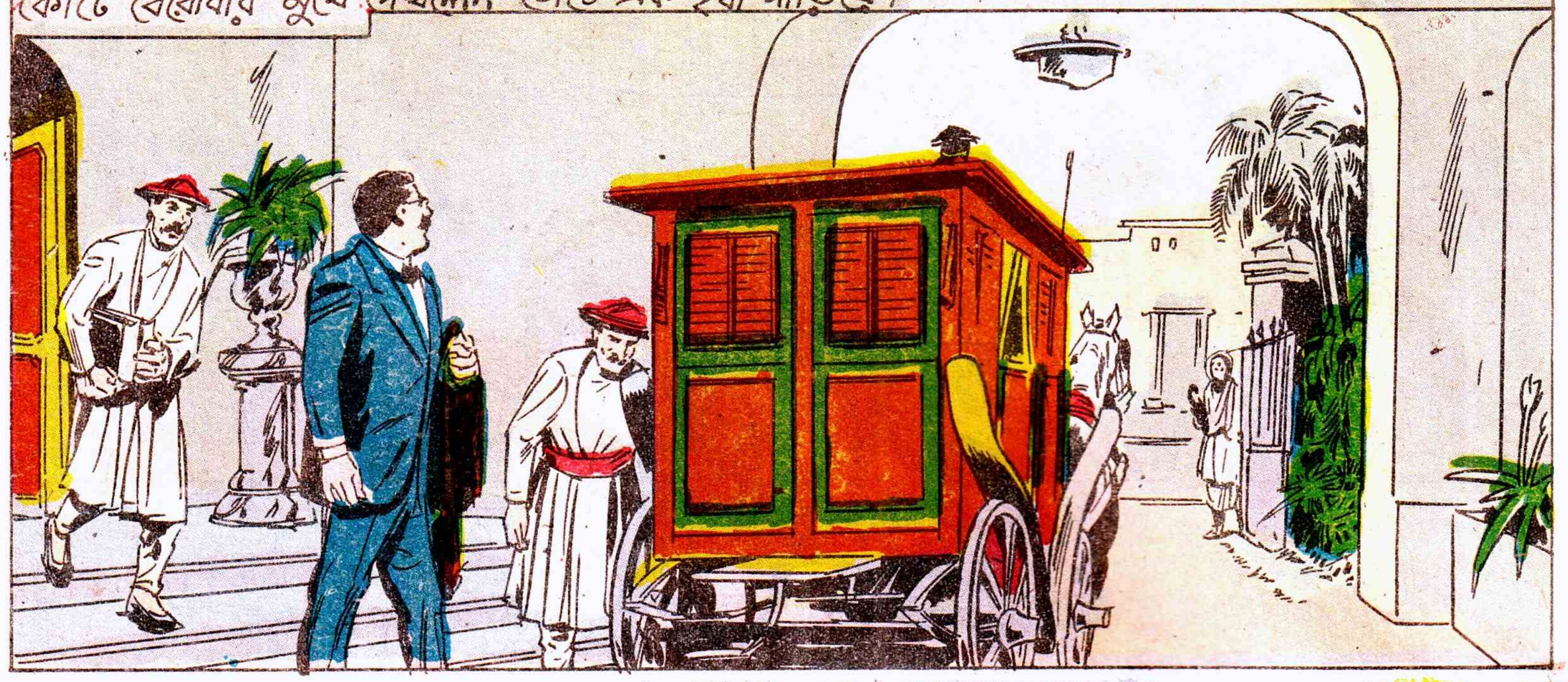

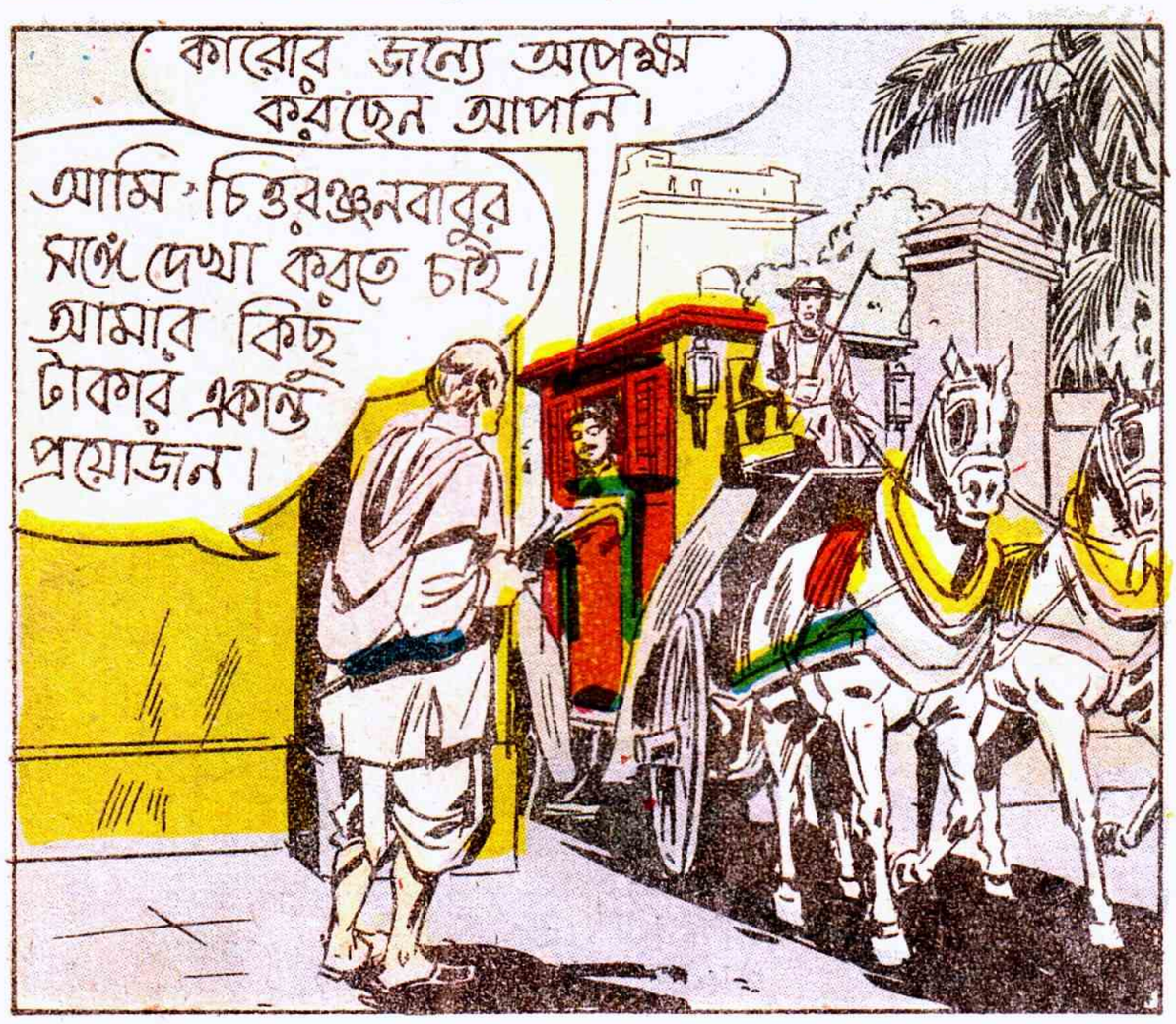

যখন তাঁরা কোর্টে পৌঁছলেন—

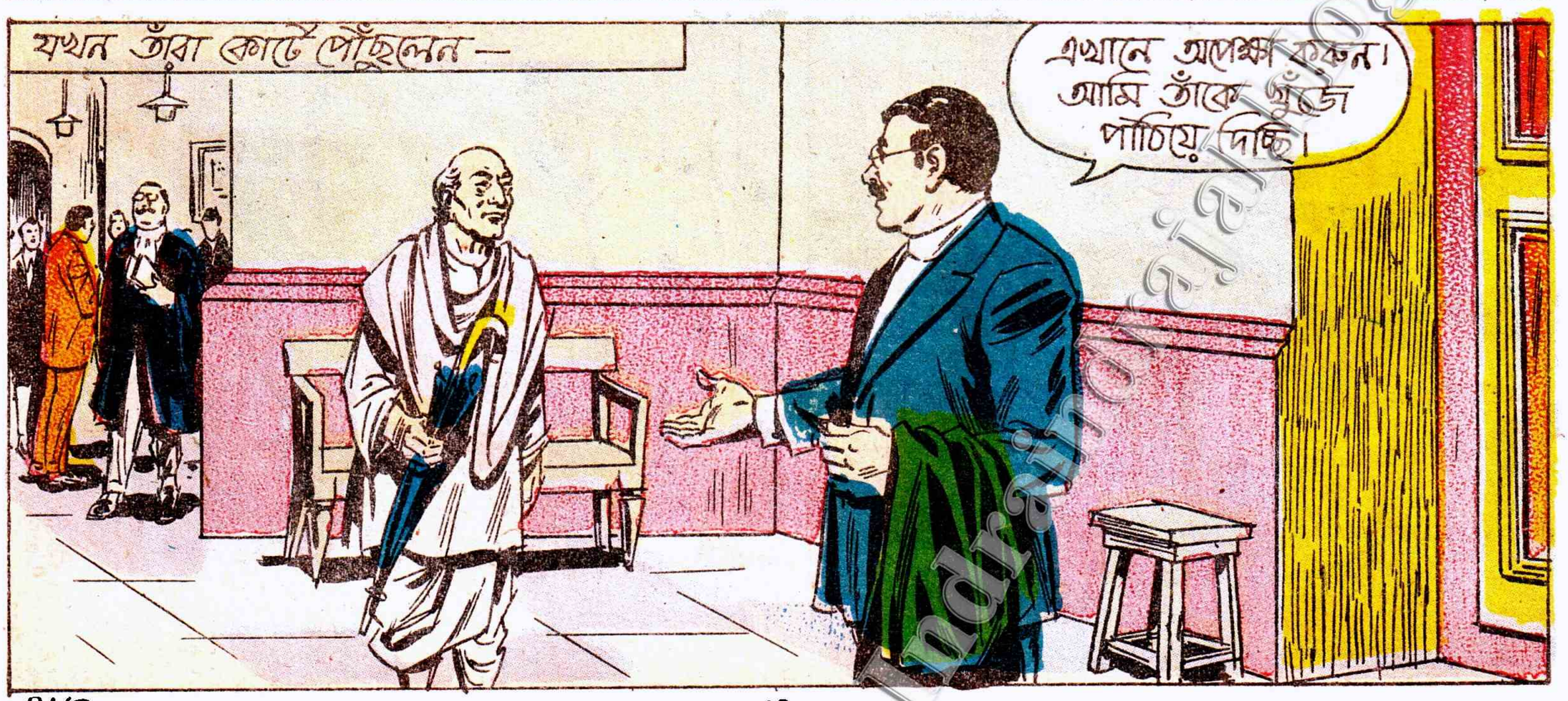

Indrajal Comics

কিছুক্ষন বাদে চেক হাতে এক চাপরাসী এল।

এই নিন। দাদামশাই এটি আপনাকে দিয়েছেন।

কিন্তু তিনি আমাকে দেখেননি। আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাব।

চাপরাসী তাঁকে চিত্তরঞ্জনের কাছে নিয়ে গেল।

ও! আপনি!

আমি তো আপনাকে দেখা করতে বলিনি।

ওর কোনো দোষ নেই। আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

দাতাকে ধন্যবাদ না দিয়ে কী করে আমি দান গ্রহন করতে পারি।

বাবা! ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

১৯১৮ সালের কাছাকাছি চিত্তরঞ্জন জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। কয়েকটি সভাও আহ্বান করেন তিনি।

ভারতকে স্বনির্ভর হতে হবে। পশ্চিমের থেকে আমরা পিছিয়ে থাকব না।

তা সত্ত্বেও রাউলাট* বিল পাশ হল। এমনকি নিরস্ত্র লোকেদের ওপরও লাঠিচার্জ করা হল।

... এবং জেলে ঢোকানো হল।

... জেনারেল ডায়ারের হুকুমে জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্লজ্জ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল ১৯১৯ সালে।

এই হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ইংরেজ সরকারের অনুসন্ধান কমিশন থেকে চিত্তরঞ্জন এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য নেতৃবর্গের নাম খারিজ হয়ে গেল, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকারি ভাবে একটি অনুসন্ধান কমিটি গড়লেন যার চেয়ারম্যান হলেন গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন অন্যান্য চার সদস্যের একজন।

* এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল যে কাউকে অনির্দিষ্ট কাল আটক রেখে জাতীয় আন্দোলনকে দমন করে ইংরেজের হাত শক্ত করা।

১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন মুখ্য ভূমিকা নিলেন আন্দোলনের।
INDIAN NATIONAL
সময় এসেছে অসহযোগ আন্দোলনের। আমি আহ্বান করছি সমস্ত আইনজীবী-দের আদালত বয়কট করতে এবং সমগ্র দেশবাসীকে খাজনা বয়কট করতে।
যে-সব ছাত্র কলেজ বয়কট করবে তাদের জন্য আমি একটি জাতীয় কলেজ স্থাপন করব। আমি বলছি, আমি আর প্র্যাকটিস করব না।
এই শপথ যখন তিনি নেন, ব্যারিস্টার হিসেবে তখন তাঁর খ্যাতি তুঙ্গে।
কলকাতা ফিরে —
বাসন্তী, আমি সকল প্রকারের বিলাসিতা বর্জন করতে চাই, চাই সাদাসিধে জীবনযাপন করতে।
বাসন্তী হাসলেন।
তামাক খাওয়া বিলাসিতা নয়?
অবশ্যই।

Fun means GoldSpotting

Artificially flavoured. Contains no fruit juice or fruit pulp.

Indradrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

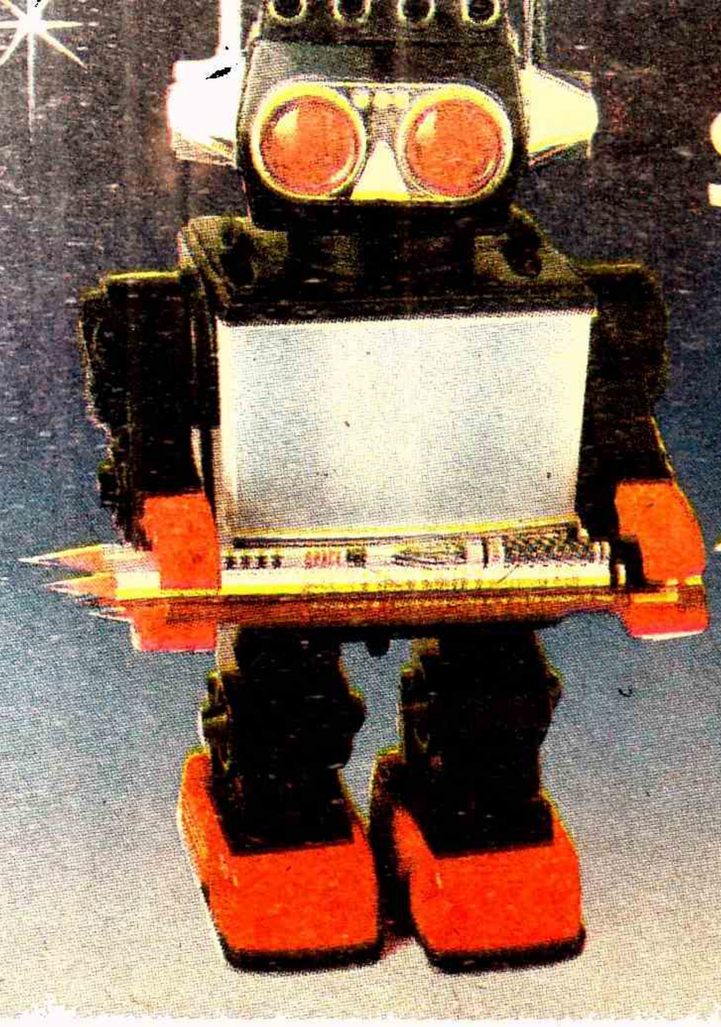

APOLLO **Pencils** ☐ **SUPER BONDED Lead,** Doesn't Break!

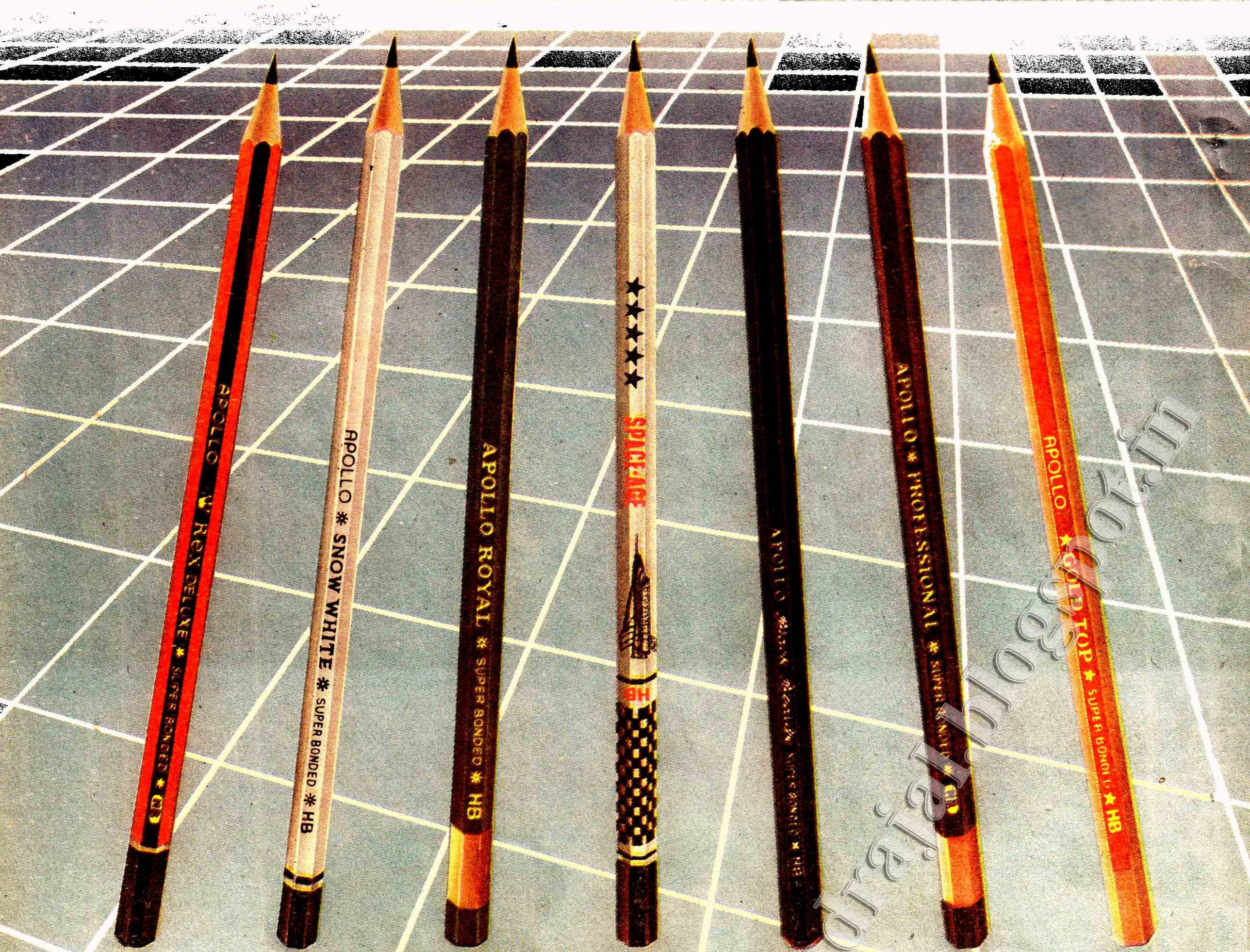

Apollo Pencils Pvt. Ltd. Regd.Office: 107, Regal Udhyog Bhavan, Acharya Donde Marg, Sewree (West) Bombay-400 015. Phones: 8823295, 8823215.

APOLLO PENCILS

Distributors: GREATER BOMBAY: M/s. D. Jagjivandas & Company, 177, Abdul Rehman Street, BOMBAY-400 003. Tel. 326524 * MAHARASHTRA: M/s. A. Aalok & Co., 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295, 8823215 * GUJARAT: M/s. N. Chimanlal & Company, Jasmine Bldg., Khanpur, AHMEDABAD. Tel.: 395198 * DELHI, HARYANA PUNJAB, J.K. & HIMACHAL PRADESH: M/s. Bharati Traders, C/o. Kirparam Sethi & Sons, 89, Chawri Bazar, DELHI-110 006 Tel.: 262854 * KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & GOA: M/s. Sanghvi Corporation, "Suresh Building", First Floor, No. 17, 4th Cross, Kalasipalayam, New Extension, BANGALORE: 560 002. Tel.: 225702. * CALCUTTA & WEST BENGAL: M/s. Sanghvi Corporation, 14/1/A, Jackson lane, IInd Floor, Calcutta-700 001. Tel.: 262141. * UTTAR PRADESH: M/s. Sanghvi Corporation, 7 A, Balmiki Marg, Kaisar Baugh, Lucknow (U.P.)-Tel.: 35095. * REST OF INDIA: M/s. Sanghvi Corporation, 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg-Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295-8823215.

Brothers/AP/4185

সরকার! আপনার হুঁকো!
ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি তামাক খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শোনো...
তোমাকে আমার পাশে দেখলে আমার তামাক খাবার ইচ্ছে হবে। অতএব তোমাকে দূরে চলে যেতে হবে।
সরকার, বিনা দোষে আমি অনাহারে মরব।
নিশ্চয়ই না। আমার কাজ করার পর তোমার ও দশা হতে যাবে কেন। তোমার বাকি জীবন যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারো তার জন্যে টাকাকড়ির ব্যবস্থা আমিই করে দেব।

BNG

এই পশ্চিমী পোশাক জাহান্নামে যাক। আমি এগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবো।
পরের কাজ হল তাঁর পার্থিব সম্পদ দেশের নামে উৎসর্গ করা, নিজেকে ট্রাস্টি হিসেবে রেখে।
এবং যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন সভ্য তাঁর কাছে এলেন—
আমি একটি অনুদানের জন্য আপনার কাছে এসেছি।
যা কিছু দেখছেন সবই দেশবাসীর।
তাহলে আমাদের লাইব্রেরী আপনার বইপত্র ব্যবহার করতে পারে।
এই বইগুলি আপনাদের লাইব্রেরীতে থাকলে অনেক কাজ হবে।
সেই থেকে এই মহান ব্যারিস্টার, সত্যাগ্রহী ও দেশপ্রেমিককে শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতি 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশ হিসেবে বরণ করে নেন।
BNG

একদিন এক আগন্তুক এলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

আমার লণ্ডন প্রবাসী বন্ধু আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। ডাকে পাঠাতে ভরসা পায় নি।

'আমি একজন আই সি. এস. অফিসার, বিদেশী সরকারের চাকুরে। মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারছি না। আপনার সঙ্গে যোগ দিতে চাই।' ওঁর মতো তরুণকে আমাদের চাই।

চিঠিটি লিখেছিলেন তদানীন্তন লণ্ডনপ্রবাসী সুভাষচন্দ্র বসু।

এমন সময় একদল ছাত্র এল দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

স্যার, আমরা ওদের কলেজ বয়কট করেছি। কবে আমাদের জাতীয় কলেজ পাব?

খুব শীঘ্রই। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি।

দেশবন্ধু কয়েকজন ট্রাস্টিকে বললেন। তাঁরা বিরক্ত হলেন।

আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, দাশবাবু! এ ধরনের কলেজ কিছুতেই চলতে পারে না। বৃথা চেষ্টা হবে মাত্র।

এইসব সন্দেহবাদীদের উপস্থিতিতেও দেশবন্ধু ভোড়ীয় সেবা বিদ্যায়তন স্থাপন করলেন। মহাত্মা গান্ধী উদ্বোধন করলেন কলেজটির। প্রথম অধ্যক্ষ হলেন সুভাষচন্দ্র।

নাগপুর অধিবেশনের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশবন্ধু এই স্বপ্ন রাস্তবায়িত করতে আমাদের মনোযোগ আহ্বান করলেন।

দেশবন্ধু তারপর কংগ্রেসের বাণী প্রচারে দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানেই তিনি যান জনতা তাঁকে সহর্ষ অভিনন্দন জানায়।
আমরা যা চাই তা হল স্বাধীনতা। কেবল সম্ভ্রান্তবংশীয়দের জন্যে নয়, দরিদ্র বস্তিবাসীদের জন্যেও।
এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় ভোর চারটেয়। জনৈক শিখ ঢুকল দেশবন্ধুর কামরায়।
কোথায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ?
ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে বিরক্ত করবেন না।
ও, ওখানে!
ব্যাপার কী! আমাকে নামিয়ে দাও!
এখন আমি সুখী সাতদিন পায়ে হেঁটে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।
আমার মতো কাতারে কাতারে লোক বাইরে অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে।
দেশবন্ধু জিন্দাবাদ!
RAILWAY

প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত পরিদর্শনে আসছেন ১৯২১-এ। ২১ নভেম্বর তিনি বোম্বাই পৌঁছবেন এবং কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর।

স্বেচ্ছাসেবক চাই একলাখের মতো। তারা রাস্তায় রাস্তায় খাদি বস্ত্র বিক্রি করবে এবং প্রিন্সের পরিদর্শনের সময় লোককে হরতাল পালন করতে বলবে।

তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন স্বেচ্ছাসেবীদের একজন, অন্যজন স্ত্রী বাসন্তী দেবী।

কী করছেন মহোদয়া এখানে।

আমি খাদিবস্ত্র বিক্রি করছি এবং লোকেদের প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলকাতা পরিদর্শন কালে হরতাল পালন করতে বলছি।

প্রথম গ্রেপ্তার করা হল বাসন্তী দেবীকে।

আপনি বন্দিনী। আমার সঙ্গে আসুন।

স্বেচ্ছায়।

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারে অনেক পুলিশও ক্ষেপে উঠল। তারা প্রতিবাদ করল।

মা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা অন্যায়। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না। আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

সেদিন রাতেই বাসন্তী দেবীকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি আবার তার আপন কাজে ফিরে গেলেন। আর তাঁর কাজে বাধা দেওয়া হল না।

BNG

কলকাতার গভর্নর দেশবন্ধুর সঙ্গে এক সভায় বসলেন।

আমি খবর পেলাম আপনি ২৪ ডিসেম্বর প্রিন্সের কলকাতা পরিদর্শনকালে কিছু ঘটাবার মতলব ফাঁদছেন। এর থেকে নিরস্ত হতে হবে।

এ কংগ্রেসের আদেশ। এতে আমার কোনো হাত নেই। অসম্ভব...

ঠিক আছে। আপনি স্বেচ্ছাসেবীদের সংযত করতে পারেন।

অসম্ভব। তারা তাঁদের কাজ করে যাবে।

চিত্তরঞ্জন জানতেন শীঘ্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না।

বাছা, আমার জন্য মেঝেতে একটা মাদুর পেতে দিতে পার?

আমি বন্দীজীবনের জন্যে প্রস্তুতি নিতে চাই।

চিত্তরঞ্জন মেঝেতে ঘুমোতে শুরু করলেন।

দুদিন পরে

ওরা এসেছে, বাবা।

আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখতে চাই।

তার দরকার হবেনা। ৩৪ ধারায় আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আইন বদলাল কবে? ৩৪ধারা সমাজবিরোধীদের জন্যে, রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যে নয়।

পুলিশ নিরুত্তর, তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করল।

দেশবন্ধুর মামলার শুনানী হল কারাগারের মধ্যে। কারণ পুলিশ আদালতের বাইরের জনতাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারল না।

আমি আপনাকে ছ-মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি।

মিঃ দাশ, আপনি কি ইউরোপীয়ানদের মত ব্যবহার চান? আপনার বাড়ি থেকে আপনার খাবার আনাতে পারেন।

আমার সহবন্দীদের জন্যে যা বরাদ্দ, তা-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আসন্ন আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন। সরোজিনী নাইডু জেলে-লেখা দেশবন্ধুর ভাষণ পড়ে শোনালেন।
ক্ষমতাসীন সরকারের দূতকে স্বাগত জানানো আমাদের পক্ষে কাপুরুষতার সামিল যা আমাদের প্রাথমিক অধিকারের পরিপন্থী।
ঐ সময় সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা দেশবন্ধুর সঙ্গে কারাগারে। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল।
আমি সর্বদাই আপনার কাজের প্রশংসা করেছি। এখন আপনার কাছাকাছি আসার পর আপনার অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার প্রশংসা করছি সর্বতোভাবে।
দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল জেলে। একদিন—
বাবু, আপনাকে দেখার জন্য একজন লোক চাই-ই চাই। আমি সেই লোক হতে চাই।
কে তুমি? নাম কী তোমার?
মথুর, বাবু! আমি একজন সামান্য চোর।
BNG

দেশবন্ধুর অসুস্থতায় মথুর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে চলল।
যখন দেশবন্ধু ছাড়া পেলেন—
বাবু, আপনি চলে গেলে আমি অনাথ হয়ে যাব।
শীঘ্রই তুমিও ছাড়া পাবে। ছাড়া পেলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।
যেদিন মথুর ছাড়া পেল। জেলের গেটে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একজন।
তুমি মথুর? আমার সঙ্গে এসো। চিত্তবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।
মথুর আমার বাড়িতে কাজ করতে চাও?
আমি? আপনার বাড়িতে? একী সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছি?
চিত্তরঞ্জনের অংভঙ্গি গৃহস্থের ভাল লাগল না।
একজন চোরকে কীভাবে বিশ্বাস করা যায়?
মথুর এক সমাজবিরোধী
আমার প্রিয়পাত্র ছিল। কোনো ভয় নেই, আমি মথুরকে ভালরকম চিনি।

BNG

১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস।

স্বাধীনতার জন্য কোনো রাজপথ নেই। স্বাধীনতা পেতে হলে দুর্বিষহ অন্ধকার ও অসুবিধাকে সঙ্গী করে এগোতে হবে। অদম্য সাহস চাই। চাই অপরিসীম ধৈর্য্য। লক্ষ্য রাখতে হবে অনেক উঁচুতে। যে কোনো মূল্যে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে দেশকে।

কাউন্সিলে প্রবেশের সমর্থন জানিয়ে তিনি একটা প্রস্তাব রাখলেন। অগ্রাহ্য হল। মতিলাল ও দেশবন্ধু কার্যকরী কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

আমাদের মতভেদ ক্ষনিকের। শীঘ্রই গরিষ্ঠ সংখ্যক লোক আমাদের সমর্থন করবে।

কংগ্রেসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দল গড়লেন।

স্বরাজ্য দলের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা করে দেশবন্ধু সারা দেশ ঘুরে বেড়ালেন।

যদি আমরা ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করি সরকার খুশি হবে। এই পদক্ষেপ ওদের অনকূলে যাবে।

আমরা ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করে নয়, ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকে ব্রিটিশের জনবিরোধী আইন প্রনয়নের চেষ্টায় বাধা দেব। আমলাতন্ত্রের কায়তানী উদ্দেশ্য কে বানচাল করে দেব।

দেশবন্ধু প্রবল সমর্থন পেলেন এবং ১৯২৩ সালে দিল্লি কংগ্রেস অধিবেশনে মতপার্থক্য দেখা দিল।

ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করা মুর্খতার নামান্তর। আমাদের যতগুলি আসনে পারি জয়লাভ করতে হবে। স্বরাজ্যবাদীদের পথে কংগ্রেসীরা আসবে না।

দেশবন্ধু ও তাঁর অনুরাগীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন।

এ হল ঐতিহাসিক জয়!

দেশবন্ধু কী জয়!

দেশবন্ধুর জ

সরকার দেশবন্ধুকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন।

আমার বক্তব্য : আমার দলের লোকেরা ক্ষমতাসীন সরকারকে উৎখাত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অতএব আপনাদের অনুগ্রহ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।

স্বরাজ্য দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিষ্ঠ বিরোধী দল হিসেবে কাজ করতে লাগল এবং জনবিরোধী সব নীতির বিরোধিতা করতে লাগল।

এ হচ্ছে তৃতীয় বার আমরা মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করেছি। সরকারের কোনো ভূমিকাই নেই।

আমি জানতাম অসহযোগ খুবই কার্যকর হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হল। এখানেও দেশবন্ধু ও তাঁর অনুগামীরা সহজেই জয়লাভ করলেন। দেশবন্ধু মেয়র নির্বাচিত হলেন। সুভাষচন্দ্র হলেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

আমরা ভারতবাসীরা দরিদ্রদের নারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করি। কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা তাদের সেবা করতে চেষ্টা করব।

কাজের চাপে ভেঙে পড়ল দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য।

হাওয়া পরিবর্তনের জন্য আপনাকে পাহাড়ে যেতে হবে। এখানকার কাজের দেখাশোনা করব আমরা। ভাববেন না সব ঠিকঠাক চলবে।

BNG

দেশবন্ধু সিমলা গেলেন, কিন্তু কলকাতা থেকে তার পেয়ে ছুটি সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হলেন।

ওরা সুভাষকে গ্রেপ্তার করেছে। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনে ভাষণ দিলেন।

দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে সুভাষ অপরাধী এবং আমিও। তবে তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হল? এই কি আইন?

মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেন। এখন তিনি ও দেশবন্ধু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

আপনি ঠিকই বলেছেন। যদি এই স্বৈরতন্ত্রীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি দমননীতি চালায়, তাহলে অসহযোগ আন্দোলন সফল হয়েছে।

বেলগাঁও এ ১৯২৪ এ সম্মেলনে স্থির হয়—

বিদেশী বস্ত্র বয়কট অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা বয়কট উঠে গেল এখন থেকে। কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের সঙ্গে হাত মেলাবে।

মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের এ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য জয়।

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল।

দেশবন্ধু আপনার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চাই হাওয়া বদল। আমার আতিথি হয়ে দার্জিলিংয়ে আসুন।

বাসন্তী, চলো দার্জিলিং যাই। সরকার যে নাছোড়বান্দা।

আত্মীয়ক এন.এন. সরকার তাঁর বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী।

গান্ধীজী ঘটনাক্রমে বাংলায় ছিলেন, দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁরা পায়চারী করতে করতে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

বাড়িটি সুতো কাটার আখড়া হয়ে উঠল।

বাপুজী, আমি বাসন্তীর সাহায্য ছাড়া চরকায় সুতো কাটতে পারিনা। চরকা তাকে ধরে থাকতে হয়।

এ হচ্ছে স্ত্রীলোকের ব্যাপার স্বামীকে তার ওপর নির্ভর করানো।

গৃহস্থ গান্ধীজীর দুগ্ধপানের জন্যে পাঁচটি ছাগলের ব্যবস্থা করলেন।

ওর চিক চিক দুধ দিচ্ছে তো?

না স্যার, দুটো মাত্র দুধ দিচ্ছে, বাকি তিনটি অকেজো।

ঐ তিনটি অসহযোগ করছে ওদের জেলে দাও। অনুরক্তদের বাপুজীর কাছ থেকে স্নেহ পাওয়া উচিত।

দেশবন্ধুর জ্বর ছাড়ে আবার আসে।

এই দৃশ্য আমাকে কস্তুরবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি এখানে যেমন বসে আছি ও তেমনি আমার পায়ের কাছে বসত।

BNG

গান্ধীজী চলে যাবার স্বল্পক্ষণ পরে দেশবন্ধুর জ্বর বেড়ে গেল সাংঘাতিক ভাবে।

নাড়ি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। অন্য ডাক্তার আনতে হবে।

না! এখন ডাক্তার বদলাবার দরকার নেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। ৫৫ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শোকার্ত হল সারা দেশ। কলকাতার পথে পথে নেমে এল লক্ষ লক্ষ লোক।

শোকসভায় বক্তা ছিলেন গান্ধীজী।

দেশবন্ধু আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর নাম চির-অমর হয়ে রইল। তাঁর দেশপ্রেম ও দানশীলতা অতুলনীয়। তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক।

তাঁর জীবন দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের এগোতে অনুপ্রাণিত করে।

ভারত মাতার জয়

তাঁর দান অপরিমেয়। ভারত শৃঙ্খল মুক্ত হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

BNG

মলটোভা দল পাহাড় চড়ায় দুর্বার চঞ্চল

"মেঘের কোলে রোদ উঠেছে, বাদল গেছে টুটি ...আজ আমাদের ছুটিরে ভাই, আজ আমাদের ছুটি"। ব্যস্, পুরো দলটাই ঠিক করে ফেলল, কার্ণালা ফোর্টে পিকনিক করতে যাবে। একই সঙ্গে চড়ুইভাতি আর পাহাড়ে চড়ার মজা। ডাব্বু আর মালতি পিকনিকের ব্যবস্থাপনার ভার নিল। স্যাণ্ডউইচ, আপেল, বিস্কুট, চকোলেটে, বাস্কেট বোঝাই করে আর ঢাউস ফ্লাস্কে ওদের দারুণ প্রিয় সুস্বাদু মলটোভা ভরে ওরা তৈরী।

মিনি কোথায় বেপাত্তা ...

ভোরবেলা সূর্য্যি ঠাকুর হাসি-হাসি লাল মুখ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মলটোভা দল ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে পিকনিকে বেরিয়ে পড়ল। কার্ণালা বার্ড স্যাংচুয়ারীতে পৌঁছে ওরা চট্‌পট্ ব্রেকফাস্ট সেরে এক-এক কাপ করে সুস্বাদু মলটোভা খেয়ে, পাহাড়ের চড়াই পথে চলল ধেয়ে। দলবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলেছে... হঠাৎ দেখে ছোট্ট মিনি দলছুট হয়ে বেপাত্তা! "খোঁজ, খোঁজ" দলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু, মিনির পাত্তা নেই। ভয়ে সবার মুখ শুকনো, চোখে আঁধার দেখতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ওদের সামনে দেখা দিল ওদের সবার প্রিয় ম্যাজিক হাতি মহাশয়। মিনিকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

"কোথা গেছিলি ?...কেন গেছিলি ? আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান"... সবার চেঁচামেচির জবাবে মিনি কোনও রকমে জানালো প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে ও পথ হারিয়ে দল ছুট হয়ে পড়েছিলো। দলের সর্দার ডাব্বু তো মিনিকে আচ্ছা করে বকুনি দিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ভেনু আর সেলিম অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাব্বুকে ঠাণ্ডা করল। তারপর আবার সবাই চলল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

দিনটা কাট্‌লো সত্যিই চ-ম-ৎ-কা-র !

ওপরে উঠে পিকনিক দারুণ জমে উঠল। কেবল খেলা আর খেলা...আর মুখরোচক খাবার খাওয়া...বড়দের চোখ রাঙ্গানি নেই... একেবারে বাঁধনছেঁড়া আনন্দ। বিকেল বেলা ঘরে ফেরার তাড়া। সবার আগে ওরা আরেক কাপ করে সুস্বাদু মলটোভা খেয়ে নিল। তারপর দল বেঁধে পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে নামতে মহানন্দে কোরাসে গান ধরল "আমরা বাঁধনছেঁড়া দল...দুর্বার চঞ্চল...মলটোভা দল"

চমৎকার মলটোভা, যারজন্যে সবেতে মজা আর মজা

আজ্ঞে হ্যাঁ, মলটোভায় বাড়ন্ত বাচ্চার দল, প্রাণ-প্রাচুর্য্য উচ্ছল। কারণ, প্রতি কাপ মলটোভায় থাকে, সোনালী দানার গম, বার্লি, খাঁটি দুধ, পুষ্টিকর কোকো আর চিনির ভরপুর গুণ। বাচ্চাদের নিয়মিত মলটোভা দিন আর দেখুন, ওরা কেমন বাড়তি প্রাণ-প্রাচুর্যে, রোগ-প্রতিরোধের বাড়তি ক্ষমতা আর দারুণ স্ট্যামিনা নিয়ে সবল স্বাস্থ্যে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। মলটোভা... আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি।

মজার মলটোভা ক্লাবে যোগ দাও !

যোগ দেয়া খুবই সোজা! কেবল এর ৫০০ গ্রামের শিশির তিনটি লেবেল ও ভেতরের সীল বা ৫০০ গ্রাম রিফিল প্যাকের তিনটি ওপরের ফ্ল্যাপ এখানে পাঠিয়ে দাও:

দি মলটোভা ক্লাব
৪-র্থ তলা, নেহেরু প্লেস
নিউ দিল্লী ১১০ ০১৯।

ব্যস, তুমি দলে ঢুকে পড়লে।

JIL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা: স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে

SIMOES/JIL/001/84 BEN/R

THE BIRTHDAY PRESENT

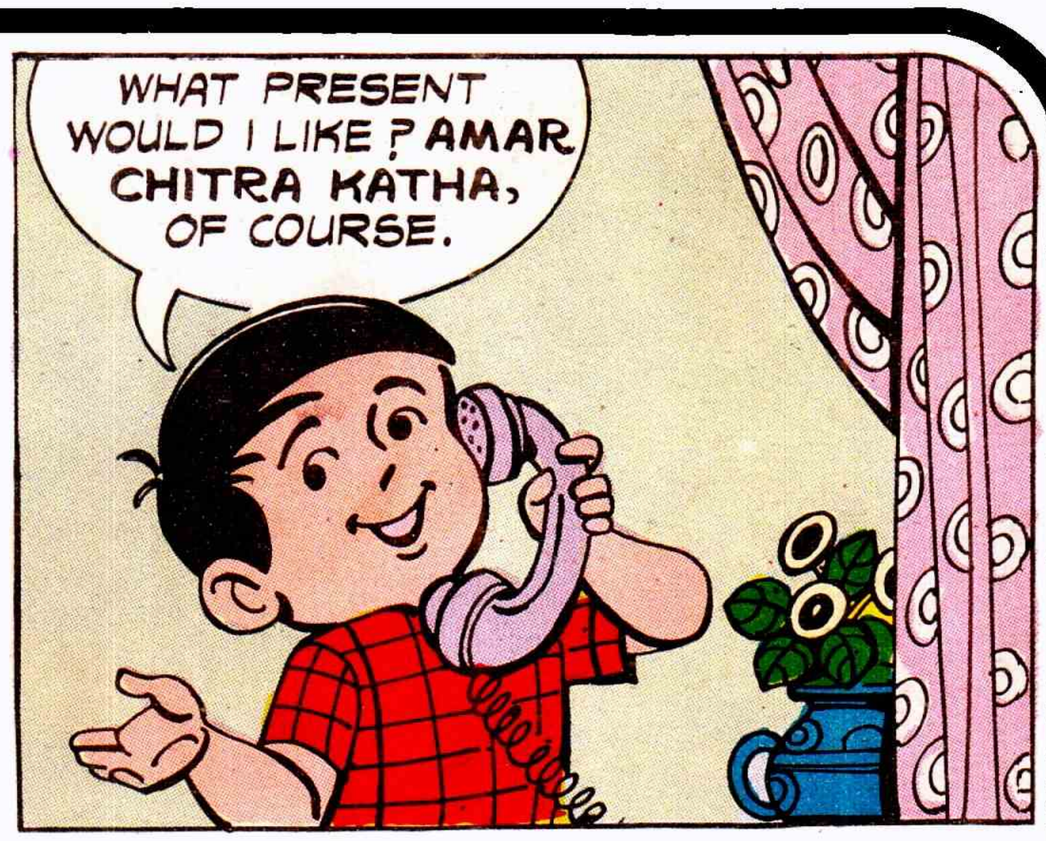

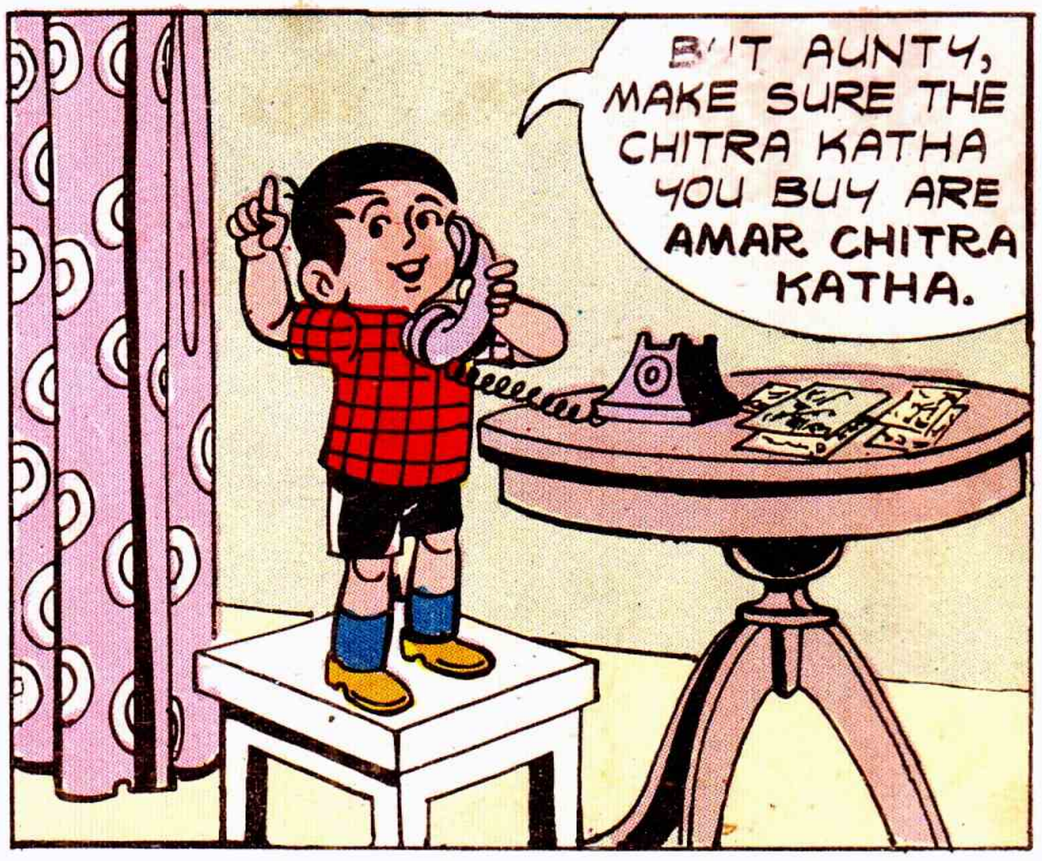

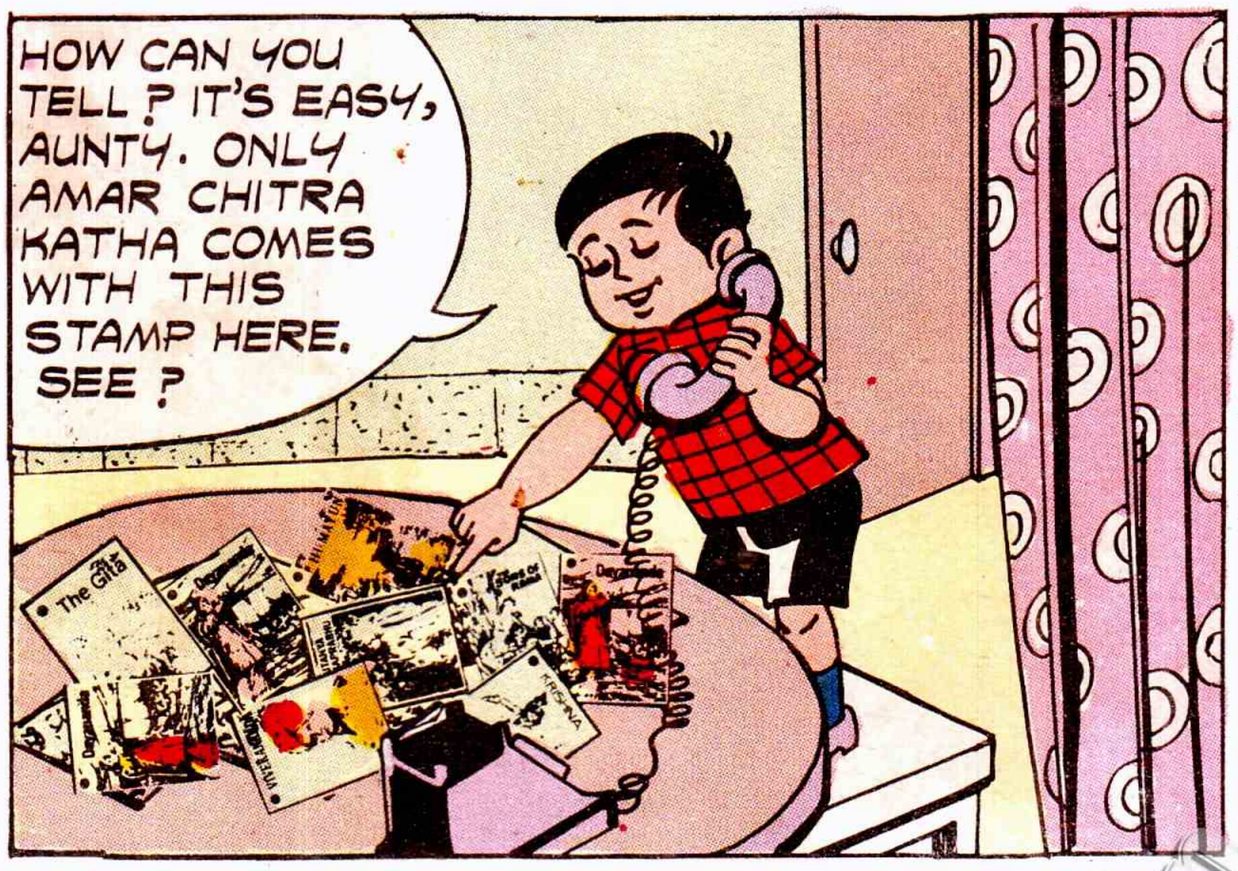

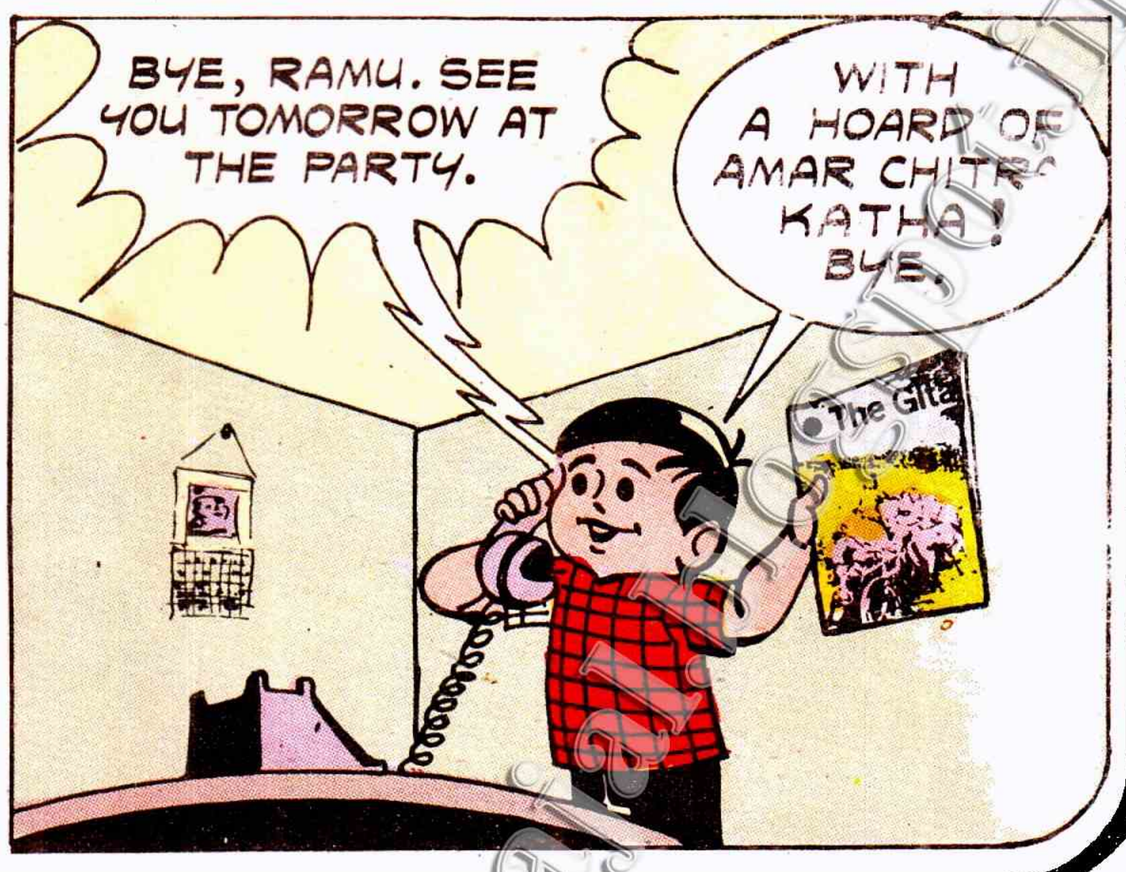

AMAR CHITRA KATHA

AMAR CHITRA KATHA ARE BROUGHT OUT BY PEOPLE

– who care for children

– who screen each word and each picture as they have a lasting impact on impressionable minds.

– for whom Chitra Katha is more a vehicle of education than a business.

Published by:
IBH PUBLISHERS PVT. LTD. Bombay 400 026

Distributed by:
INDIA BOOK HOUSE

IBH